অধ্যায়-৯
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

১.১ নারী উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষা করা। নারী উন্নয়নের পথে যে সকল চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়, দারিদ্র্যের স্থান তার মধ্যে সর্বাগ্রে। অর্থনীতিবিদদের মতে, দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। তবে সত্য যে, নারীর ক্ষেত্রে দারিদ্র্য জেন্ডার বৈষম্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সরকার এ সমস্যা সমাধান করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

১.২ সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে -'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার' বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, 'National Social Security Strategy (NSSS)', প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ অন্যান্য দলিলে সমাজের অবহেলিত অংশ বিশেষ করে বৃদ্ধ, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিপদাপন্ন নারী ও শিশুর প্রয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

১.৩ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা ও ভাতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে এবং প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে মূলতঃ ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করে দারিদ্র্য নিরসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে: ক) বিশেষ বিশেষ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা সৃষ্টি; খ) ক্ষুদ্রঋণ বা তহবিল প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান বা কর্মসৃজন; গ) বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্রের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ সৃষ্টি করা। এতে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নারী প্রাধান্য পাবে।

১.৪ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive Growth) অর্জনের বিভিন্ন নীতি-কৌশলের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমে এসেছে উল্লেখযোগ্য হারে। এখন প্রয়োজন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্বৈততা পরিহার করে একে আরো লক্ষ্যভিত্তিক করা; আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা। লক্ষ্যণীয় যে, ইতোমধ্যে National Social Security Strategy (NSSS) প্রণীত হয়েছে। এছাড়া, NSSS বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক Social Security Policy Support (SSPS) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, অর্থ বিভাগে 'Strengthening Public Financial Management for Social Protection (SPFMSP)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সব কার্যক্রমের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও শক্তিশালীসহ নারীদের অধিকারের হিস্যা বৃদ্ধি পাবে।

১.৫ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মূলতঃ ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমাজের অবহেলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে থাকে। তবে, সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের প্রায় প্রতিটি কর্মকাণ্ডে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা, অটিজম সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী কন্যা শিশু বান্ধব অবকাঠামো

নির্মাণ, অনগ্রসর কন্যা শিশুর সুরক্ষার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ, পিতা মাতাহীন এবং সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান কাজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২.০ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

- ❖ সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ❖ সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন;
- ❖ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;
- ❖ এতিম, দুস্থ, অসহায় শিশুদের প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- ❖ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- ❖ ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, অবক্ষেণ (প্রবেশন) ও অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

৩.০ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও নারী উন্নয়নে এর প্রাসঙ্গিকতা

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্যতার বিধান: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে পরিচালিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের ৩টি কার্যক্রমে ৫০ ভাগ এবং ১টি কার্যক্রমে ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় বার্ষিক গড়ে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। সুবিধাবঞ্চিত বালিকা শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে বার্ষিক গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮ হাজার ৫ শত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮ হাজার বালিকা শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। ফলে, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ হিসেবে তারা আত্মকর্মসংস্থান বা চাকরির মাধ্যমে সমাজে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অগ্রাধিকার থাকায় তা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করবে, যার ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা: বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ২৯ লক্ষ ১৩ হাজার নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। বয়স্ক, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও দুস্থ মহিলা এবং প্রতিবন্ধী নারীদের বাসস্থান, পরিধেয়, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে নারী-পুরুষ উভয়ই সম্পর্কযুক্ত বিধায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন ফোরামে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নারীর আইনী সহায়তা, নারীর সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভ, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, নারী নির্যাতন হ্রাস, বাল্যবিবাহ রোধ ও যৌতুক প্রথা হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সামাজিক ন্যায় বিচার ও অন্তর্ভুক্তি: আইনের সংস্পর্শে আসা মেয়ে শিশু ও নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ আশ্রয় ও ভরণ পোষণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস পাবে ও বার্ষিক গড়ে ৫ হাজার জন নারী উপকৃত হবে। বার্ষিক গড়ে ৬০০ জন সামাজিক-প্রতিবন্ধী নারীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং ৬০০ নারী-কিশোরী নিরাপদ হেফাজতীদের আবাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন, আইনী সহায়তা ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে। হাসপাতালে চিকিৎসা সহায়তা সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ নারী, যা নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। গর্ভবতী, দরিদ্র নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার থাকায় তা নারীর সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানকৃত রোগীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ দুস্থ ও প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

৪.০ নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

৪.১ জি.ডি.পি.'র প্রবৃদ্ধি দেশের সকল জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের একমাত্র সূচক নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে সমাজে ধনী-গরীবের মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। এছাড়া, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক কারণে ব্যক্তি বা পরিবার সমাজে এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের সামর্থ (capability) হারিয়ে দারিদ্র্যে নিপতিত হতে পারে। যেহেতু আমাদের সমাজে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা অধিকতর দরিদ্র, সেহেতু শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপকরণ লাভের ক্ষেত্রে শুধু সমতা (equality) বিধান করাই যথেষ্ট নয় বরং সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারীকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের যেখানে নারী তার সক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজ তথা অর্থনীতির মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

৪.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮, শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, সবার জন্য শিক্ষার সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৯০, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০১০-২০২১, জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি ২০০৫, প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ঘোষিত 'হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা', 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩', ও 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' 'শিশু আইন ২০১৩', 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১', 'কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬', 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১', 'দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ, ১৯৬০', 'এতিমখানা এবং বিধবা সদন আইন, ১৯৪৪' দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল আইন ও নীতিমালায় মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.৩ **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা:** নীচের সারণীতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা দেয়া হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এ সব ভাতা কার্যক্রমের নীতিমালায় নারী ও পুরুষের সমান হিস্যা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে, নারী উপকারভোগীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম হলেও তা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ বিভাজনের শতকরা হার (২০১৫-১৬)

ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা	নারী সুবিধাভোগী (%)
১	বয়স্ক ভাতা	৩০,০০,০০০	১৪,৭০,৩১৫	৪৯.০
২	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা	১১,১৩,০০০	১১,১৩,০০০	১০০.০
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	৬,০০,০০০	২,৬৮,০৬৩	৪৪.৭
৪	প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	৬০,০০০	২৬,৫৪৪	৪৪.২
৫	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	৯১,৭১০	২৬,২০৫	২৮.৬
৬	হিজড়া, বেদে ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	২২,১১৫	নারী-৮,৯১৮ হিজড়া-৩,৫০৮	৪০.৩

৪.৪ **বর্তমান বাজেটের অগ্রাধিকার এবং এর সাথে নারী অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক:** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অতিদরিদ্র, সামাজিকভাবে অনগ্রসর নারী, শিশু এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রায় প্রতিটি কার্যক্রমে নারীর হিস্যা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে তা নারীর অবস্থান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
১.	সামাজিক সুরক্ষা	❖ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কার্যক্রমের আওতায় একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন, জনপ্রতি মাসিক ৪০০ টাকা হারে ৩০.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ১১.১৩ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা এবং জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৬.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ২২.১৫ হাজার হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে ভাতা, প্রশিক্ষণ ও উপবৃত্তি প্রদান। ❖ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নারীর অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ২৯.১৩ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে। ফলে, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন হবে। এছাড়া, দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
২.	সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	❖ দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ❖ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের ৩টি কার্যক্রমে শতকরা ৫০ ভাগ এবং ১টি কার্যক্রমে ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় তা বার্ষিক গড়ে ১.৪৫ লক্ষ নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।
৩.	সরকারি ব্যবস্থাপনায় এতিম, দুস্থ ও অসহায় শিশু সুরক্ষা	❖ এতিম, দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজের এ বিপন্নতম অংশের অধিকার সুরক্ষিত হবে। ❖ সুবিধাবঞ্চিত বালিকা শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে বার্ষিক গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮,৫০০ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮,০০০ বালিকা শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ হিসেবে তারা আত্মকর্মসংস্থান বা চাকরির মাধ্যমে সমাজে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তি অগ্রাধিকার থাকায় তা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত হবে। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
৪.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	❖ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আবাসন সুবিধা প্রদান, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হবে। ❖ এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ফলে তা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত হবে; তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

৬.৩ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৬-১৭			সংশোধিত ২০১৫-১৬			বাজেট ২০১৫-১৬		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৩,৪০,৬০৫	৯২,৭৬৫	২৭.২৪	২,৬৪,৫৬৫	৭১,৮৭১	২৭.১৭	২,৯৫,১০০	৭৯,০৮৭	২৬.৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৪,২৭৩	১,৭১৪	৪০.১২	৩,৩১৫	১,৩২৬	৪০	৩,২৫৮	১,৩৩৮	৪১.০৭
উন্নয়ন বাজেট	১৬৮	৭৯	৪৭.২৮	১৭৭	৬৭	৩৮.১৬	২০০	১০৯	৫৪.৭
অনুন্নয়ন বাজেট	৪,১০৬	১,৬৩৫	৩৯.৮৩	৩,১৩৯	১,২৫৯	৪০.১	৩,০৫৭	১,২২৮	৪০.১৭

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ গত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (K.P.I.) সমূহের অর্জন

ক্রমিক নং	কর্মকৃতি নির্দেশক	পরিমাপের একক	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
			প্রকৃত	প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা
১.	বয়স্ক ভাতা'য় নারী সুবিধাভোগীর হার	%	৪৮.৭১	৪৮.৫৯	৪৯.০১
২.	সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারী সুবিধাভোগীর হার	%	৫৫.৫১	৫৮.৬১	৫৯.৬৬

৮.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের সাফল্যসমূহ

৮.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩০.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ১১.১৩ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা এবং ৬.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের মাধ্যমে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চামড়ার জিনিসপত্র তৈরী, প্রিন্টিং, ফুল তৈরী, উল বুনন, পুতুল তৈরী, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে এ পর্যন্ত ১৮,৩২০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা ঘরে বসেই সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালনের পাশাপশি নিজ নিজ পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন।

৮.২ 'বাসনা বিবির বাসনা পূরণ-একজন নারীর সাফল্যগাঁথা

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার কলসাটি গ্রামের বাসনা বিবি বিধবা নারী। তিনি একসময় মাটি কাটার কাজ করতেন দৈনিক ৫০ টাকা মজুরীতে। সামান্য আয়ে ছেলে-মেয়ের লেখাপড়াতো দূরের কথা দু'বেলা ঠিকমতো ভাতও জুটাতে পারতেন না। পরিশ্রমী এ নারীকে সমাজসেবা অধিদফতরের পল্লীমাতৃ কেন্দ্রের সম্পাদিকা নিযুক্ত করা হয়। মেধা ও পরিশ্রম আর পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ পূরণ করেছে বাসনা বিবির আকাঙ্ক্ষা। সেলাই, হাসমুরগী পালন, গবাদী পশু পালন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ের প্রশিক্ষণ তাঁকে পরিণত করেছে একজন নারী উদ্যোক্তা আর নারী নেত্রী হিসেবে। তিনি তিন বার মাতৃকেন্দ্র থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়েছেন। ২০০৯ সালে মাত্র ৫,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ আর ২০০০ টাকা ধার নিয়ে একটি বাছুর কিনেন ৭,০০০ টাকায়, তিনি সেই বাছুর বিক্রি করেন ৫০,০০০ টাকায়। পরে, আরও ২টি বাছুর কিনে বিক্রি করেন ৯০,০০০ টাকায়। সর্বশেষ কেনেন একটি উন্নত প্রজাতীর গাভী। প্রতিদিন গাভীর দূধ বিক্রি করে তার মাসিক গড় আয় এখন ৭০০০ টাকার উপরে। ছোট ছেলে নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্র বাসনা বিবির সকল আশা পূরণ করেছে, তার হয়েছে টিনের ঘর, ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, অর্থ কষ্ট দূর হয়েছে। তিনি মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজ উদ্যোগে কিছু করার জন্য অনুপ্রানিত করেন।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- ❖ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচিতে পর্যায়ক্রমে মহিলাদের হিস্যা ৫০ শতাংশে উন্নীত করা;
- ❖ শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রাখা;
- ❖ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আওতাভুক্ত বৃহৎ কার্যালয়সমূহে নারী কর্মজীবীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন;
- ❖ সামাজিক সুরক্ষা খাতের সকল কর্মসূচিকে ডিজিটালাইজড করা;

- ❖ জাতীয় প্রবীণ নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি হাসপাতালে প্রবীণ কর্ণার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং উক্ত প্রবীণ কর্ণারে নারীদের বিশেষ সুবিধা সংযোজন;
- ❖ পিতৃমাতৃহীন ও সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের আওতা সম্প্রসারণ করা;
- ❖ প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তভুক্তি বৃদ্ধি করা।